দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

দশ বছরেও উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করতে পারেনি এনসিটিবি

■ সাইদুর রহমান

দীর্ঘ ১০ বছরেও উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ' বইটি প্রকাশ করতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এমনকি এখনো পর্যন্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য নির্বাচিত লেখকদের সম্মানীও দেয়া হয়নি। এ ঘটনায় সৃজনশীল প্রয়াসের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে মনে করছেন বইটির তিন লেখক। এ অবস্থায় লেখকরা বাধ্য হয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যানকে উকিল নোটিস পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বইটির লেখক ড. সৌমিত্র শেখর ইত্তেফাককে বলেন, বইটি প্রকাশের সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের পরও কিছু বেসরকারি প্রকাশনী সংস্থা বইটি প্রকাশে বাধা দিয়েছে। বেসরকারি প্রকাশনী থেকে বলা হয় বইটি প্রকাশিত হবে না। লেখকদের অবমূল্যায়ন করায় এনসিটিবিকে উকিল নোটিস পাঠানো হলেও এখনো পর্যন্ত কোন জবাব আসেনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে আইনগতভাবে এগুবেন বলে তিনি জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মত ব্যাকরণেরও পাঠ্য বই রয়েছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ের বোর্ড নির্ধারিত পাঠ্যবই থাকলেও, নেই নির্দিষ্ট ব্যাকরণ বই। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হয় বেসরকারি প্রকাশনীর বিভিন্ন মানের ব্যাকরণ বই। এই বইগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক বেশি। সেই সঙ্গে দামও। উচ্চমূল্য থাকার কারণে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর সাধ্য নেই ব্যাকরণ বই কেনার। এই অবস্থায় ২০০১ সালে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাকরণ বই প্রকাশের অনুমোদন দেয় সরকার। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনজন ভাষা বিজ্ঞানী ও ব্যাকরণবিদকে মনোনিত করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত লেখকরা হলেন- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দানীউল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন লেখকরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এনসিটিবি ব্যাকরণ বই বের করলে বইটির দাম হবে তুলনামূলক অনেক কম। মানে ভালো হবে। আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী বোর্ডের বইটিই কিনবেন। এতে বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলোর প্রকাশিত ব্যাকরণ বইয়ের কদর তুলনামূলকভাবে অনেকখানি কমে যাবে।' এজন্য বেসরকারি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারীরা এনসিটিবির কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে বই ছাপানোর কাজটি বন্ধ করে দেন। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বই ছাপানোর কাজ বন্ধ করে রাখেন এনসিটিবির কর্মকর্তারা।

এনসিটিবির নথি থেকে জানা যায়, বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) জিয়াউল হাসানকে বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি এনসিটিবি থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সম্পাদনা কাজটি শেষ করেননি।

এদিকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেও লেখকরা আজও তাদের সম্মানী পাননি। তাই গত ৯ মে এনসিটিবিকে উকিল নোটিস পাঠিয়েছেন লেখকরা। নোটিসে লেখকদের প্রাপ্য সম্মানী ও বইটি প্রকাশের অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, 'বইটি প্রকাশ না করে আমাদের অপমান করা হয়েছে।' তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যদি বোর্ড ডেকে নিয়ে এভাবে অপমান করে তবে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে তারা কেমন আচরণ করেন তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। এজন্যই উকিল নোটিস পাঠানো হয়েছে। তিনি ধারণা করে বলেন, এনসিটিবির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে বইটি প্রকাশ বন্ধ রয়েছে। একই রকমের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বইটির আরেক লেখক অধ্যাপক দানীউল হক। তিনি বলেন, তার জানামতে-কয়েকবার বইটির সিডি হারিয়ে গিয়েছে। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি। এসব কিছুই বইটি প্রকাশ না করার জন্য করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন উকিল নোটিসের সত্যতা স্বীকার করে ইত্তেফাককে বলেন, লেখকদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উকিল নোটিসের লিগ্যাল এডভাইজার জবাব দেবেন। যেহেতু লেখকরা আইনের আশ্রয় নিয়েছেন সেহেতু এটি আইনগতভাবে মোকাবিলা করা হবে। বইটি প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে উল্লেখ করেন।